[কিতাবুল জিহাদ– এর মুকাদ্দিমা]

সর্বোচ্চ চূড়ার সন্ধান

শাইখ আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ্

আমীনুত্তা'লীম: মারকাযুদ্দাওয়াহ্ আল ইসলামিয়্যাহ্

কিতাবুল জিহাদ- এর মুকাদ্দিমা

সর্বোচ্চ চূড়ার সন্ধান

মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ্

আমীনুত্তালীম: মারকাযুদ্দাওয়াহ্ আল ইসলামিয়্যাহ্

সর্বোচ্চ চূড়ার সন্তান

লেখকঃ মাওলানা আব্দুল মালেক হাফি.

পূনঃপ্রকাশঃ

রজব, ১৪৪০হিজরী

অক্ষর বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জাঃ

আহমাদ আব্দুল্লাহ্

প্রচ্ছদঃ

শেখ মারুফ আখন্দ

হাদীয়াঃ মুজাহিদ ভাইদের জন্য দু'আ ও আমল

Jitwatus Sanam

By;

Shayekh Abdul Malik Hafijahullah

সুচিপত্র

১. জিহাদের পরিচয়, উদ্দেশ্য ও ফলাফল

২. শরয়ী জিহাদ ও অন্যন্য লড়াইয়ের মধ্যে পার্থক্য।

৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টাই কি “জিহাদ”?

৪. জিহাদে আকবর কিসের নাম

৫. জিহাদ কি ইক্বদামী (আক্রমণমূলক) না শুধুই দিফায়ী (প্রতিরোধমূলক) ?

৬. তাবলীগের অনুমতি পেয়ে যাওয়াই কি জিহাদ পরিত্যাগ এর জন্য যথেষ্ট?

৭. জিযিয়া দেয়ার কারণ কি?

৮. জিহাদের বিধান কি বিশেষ পরিবেশ-পরিস্থিতির জন্য ছিল?

৯. “ইক্বদামী জিহাদ” কোন ভাল বিষয় কি না?

১০. পরিশিষ্ট

১১. মুসলিম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের করণীয়

১২. কি দায়িত্ব বাকি থাকে?

কিন্তু...

আজ কোথা রাখি লাজ ডুবিল কি ভাগ্য-তারা
একদিন আমরা গড়েছি কুরতুবা, খোরাসান, বুখারা
আমরা জ্বেলেছি জ্ঞান-আলো কত জাতি উজ্জ্বল হলো
শিক্ষক কেন শিষ্য হলো এ ঘর কেন আঁধার বলো
ভুলেছি অতীত, কেটেছি শিকড় আছে কি ভবিষ্যৎ
কাফেলা হেজাযের তুর্কিস্তানের ধরেছি ভ্রান্ত পথ
তাই এসো ভাই আবার শপথ করি...

---আবু তাহের মিছবাহ

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনেরই জন্য, যিনি আমাদেরকে কেবল সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি, বরং সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত ইসলাম দান করে সম্মানিত করেছেন। আসলে আমাদের কোনই যোগ্যতা ছিলনা যদি না মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের প্রতি দয়া ও রহম করতেন। ফালহামদু লিল্লাহি আউওয়ালান ওয়া আখিরান।

এই রিসালাটি মূলত হযরত মাওলানা আব্দুল মালিক সাহেব হাফিযাহুল্লাহ এর একটি ভূমিকা; যা তিনি তাঁর হাতেগড়া শাগরিদ ও মারকাযুদ্দাওয়ার উস্তায মাওলানা যাকারিয়্যাহ্ আব্দুল্লাহ দামাত বারাকাতুহুম এর অনুদিত **কিতাবুল জিহাদ** নামক কিতাবে ছাপা হয়েছিল। এই কিতাবের মূল লেখক হলেন বিখ্যাত তাবিয়ী ও মুহাদ্দিস ইমামুল মাগাযী আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ্। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, কালের শ্রোতে এই গুরুত্বপূর্ণ কিতাবটি এবং এর শুরুর ভূমিকাটি দুঃষ্প্রাপ্য হয়ে গিয়েছে। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে, তাগুতের ভয়ে আমরাই তা গুম করে ফেলেছি। তাগুত আমাদেরকে দমিত করতে সফল হয়েছে। সেজন্যই তারা আজ সিংহাসনে বসে বসে আমাদেরকে আদেশ করে জয়ের ঢেঁকুর তুলছে, আর আমরা যার যার মাদরাসা, মসজিদ, দল, মত ইত্যাদির গুরুত্বপূর্ণ পদে বসে বসে তাগুতের গোলামী করেও তৃপ্তি পাচ্ছি।

বছরখানেক আগের কথা, ঢাকা শহরের একটি বড় ও প্রশিদ্ধ কওমী মাদরাসার জীর্ণ ও “ছোট” কুতুবখানায় আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ এর **“কিতাবুল জিহাদ”** এর অনুদিত এই নুসখাটা আমার নজরে আসে, তখনই প্রথম আমি এই অনুবাদ সম্পর্কে জানতে পারি। নুসখাটা উল্টেপাল্টে মুহতারাম মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব হযূরের মুকাদ্দিমাটা খুব নজর

কাড়ে। আমি দ্রুত এর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো নোট করে ফেলি। পরবর্তীতে যে প্রতিষ্ঠান এই কিতাবটা ছাপিয়েছে তাদের সাথে কথা বলে এক নুসখা তালাশ করি। কিন্তু আফসোস! তারা এই কিতাবের নাম উচ্চারণ করা মাত্রই খুব আতংকিত চোখে আমার দিকে তাকালো এবং দ্রুত একজন এগিয়ে আসলো। এরপর নিচু কণ্ঠে বললোঃ "ভাই! এই কিতাব আমরা এখন ছাপিয়ে কি নিজেদের পেটে লাথি দিবো? আমাদের এতো বিশাল প্রকাশনী কি আমরা হাতে ধরে বরবাদ করে দিবো? খবরদার! আর কখনো এই নাম উচ্চারণ করবেন না, এবং এটা যে আমাদের মাকতাবা থেকে বের হয়েছে এটাও কাউকে বলবেন না।" ভদ্রলোকের কথাগুলো শুনে আমি একেবারে চুপ হয়ে ফিরে এলাম।

আচ্ছা, এই কিতাবটা ওদের কাছে তালাশ করে কি আমি খুব বড় অপরাধ করে ফেললাম? নাকি আমি কোন হারাম বিষয়ে তাদের সাথে কথা বলেছিলাম? তাহলে কেন এতো কাঁচুমাচু ও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে এ কথাগুলো বলেছিলো তারা? তবে কি ওনাদের ব্যবসা শুধুই পেট চালানোর জন্য, নাকি পাশাপাশি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের ইচ্ছাও আছে?

মুসলমান! এভাবে আর কত? ইসলাম কি এমন নত থাকার জন্যই এসেছে? পুরো বিশ্বমুসলিম এমন নতজানু ও বিড়াল হয়ে আর কতকাল থাকবে? দারুল আমানের ধোঁকা দিয়ে মুসলমানদের আর কত রক্ত চায় "শান্তিকামী" মুসলিম নেতৃত্ব?

মুসলমান কি কারো অনুগ্রহ অনুকম্পা নিয়ে পৃথিবীতে থাকতে এসেছে? আল্লাহর যমীনে আল্লাহর পুরো দ্বীন নিয়েই যদি চলতে না পারি, তবে আমরা কেমন খলীফাতুল্লাহি ফিল আরদ...?

জাতিয়তাবাদ আর ভৌগলিক সীমানা আর কতকাল আমাদেরকে ফার্মের মুরগি হিসাবে সাজিয়ে রাখবে? আমাদের খোকামুনিদের মতো কাশ্মীর,

উইঘুর, বসনিয়া, চেচনিয়া, আফগান ফিলিস্তিনের নিষ্পাপ শিশুদের কি অধিকার নেই তাদের মা বাবার ছায়াতলে আদর যত্নে বড় হবার? এসব তন্ত্র মন্ত্র আর কতকাল মুসলিম উম্মাহকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে রাখবে? প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বুখারী বর্ণিত হাদীস আমাদেরকে কারা ভুলিয়ে রেখেছে? কেন ভুলিয়ে রেখেছে?

হযরত নু'মান ইবনে বাশীর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন; মুমিনদেরকে একে অপরের দয়া ভালোবাসা ও কোমলতার ক্ষেত্রে এক দেহের মতই দেখতে পাবে, কোন এক অঙ্গ যদি আঘাতপ্রাপ্ত হয়, আঘাতের কারণে পুরো দেহই নির্ঘুম ও জ্বর ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়। [বুখারী শরীফ: ৬০১১]

কোথায় আজ আমাদের সেই তাওহীদী ভ্রাতৃত্ব? মুমীনের সিফাতগুলো থেকে আমরা কি পরিমাণ দূর থেকে দূরতম অবস্থানে আছি?

বিশ্বের দরবারগুলোতে বসে আজ যারা মুসলিম উম্মাহকে শাসন করে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছো, তোমরা আখের গুছিয়ে নাও! ইনশাআল্লাহ, নিকটবর্তী সময়ের মধ্যেই তোমাদেরকে গোলাম হয়ে যেতে হবে। আর মুসলমানদের ছিদ্দীকী জযবা ও দ্বীনী গাইরতকে যেসব “শান্তিকামী” মুসলিম নেতৃবৃন্দ নষ্ট করছেন, আপনারা যদি এর সদ্ব্যবহার না করেন, তবে এর ভয়াবহ লাভা আপনাদেরকেও ছেড়ে দেয়ার নয়।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! আর কতকাল পরাধীনতার গ্লানি মাথায় করে দ্বীন পালন করবেন? আকাবীরের কীর্তি ও অবদান স্মরণ করে আর কত তৃপ্তির ঢেকুর তুলবেন? পায়ের নিচের মাটি সরে গেছে, সে খবর কি রেখেছেন?

আহমাদ আব্দুল্লাহ্

১০ই রজব ১৪৪০ হিজরী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

জিহাদের পরিচয়, উদ্দেশ্য ও ফলাফল

“জিহাদ” শব্দটির একটি সাধারণ অর্থ এবং একটি পারিভাষিক অর্থ রয়েছে। “জিহাদের” সাধারণ অর্থ হলো, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, শরীয়তের শিক্ষা এবং নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামের কালিমা বুলন্দ করার জন্য যে ত্যাগ-তিতিক্ষা, কষ্ট ও মাশাক্কাত সহ্য করা হয় তাই জিহাদ, তা যে কোন পথেই হোক বা যে কোন পন্থায়ই হোক না কেন।

কিন্তু “জিহাদ” যা শরীয়তের একটি বিশেষ পরিভাষা, তার অর্থ হল, আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা, ইসলাম ও মুসলমানদেরকে রক্ষা করা, মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি করা ও কাফের মুশরিকদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে চূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাফের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা।

“জিহাদে শরয়ী”র আসল অর্থ তাই, যা সাধারণ অবস্থায় ফরযে কিফায়া এবং বিশেষ অবস্থায় ফরযে ‘আইন’ হয়ে যায়।

জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ:

এক: জুলুম ও অত্যাচারের প্রতিউত্তর দেওয়া।

দুই: অত্যাচারিত মুসলমানদের সাহায্য করা।

তিন: অঙ্গীকার ভঙ্গের শাস্তি প্রদান করা।

চার: ফিতনা-ফাসাদ নির্মূল করা এবং ন্যায় ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা।

পাঁচ: কুফরের কর্তৃত্ব নির্মূল করা ও আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা।

এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করুন,

প্রথম আয়াতঃ

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ۞ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ
بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۞ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن
يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ
يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۞ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ
فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۞

(অর্থঃ) আল্লাহ তাআলা মুমিনদের উপর থেকে কাফিরদের কর্তৃত্ব ও কষ্ট দেওয়ার ক্ষমতা হটিয়ে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা কোন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।

তাদেরকে কাফেরদের সাথে লড়াই করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যারা আক্রান্ত হয়েছে; কেননা তারা নির্যাতিত হয়েছে। এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিজয়ী করার ব্যাপারে সামর্থ্যবান। তাদেরকে অন্যায় ভাবে নিজ নিজ গৃহ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, শুধু এই অপরাধে যে, তারা

বলে "আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্"।

যদি আল্লাহ একের মাধ্যমে অপরের শক্তি খর্ব না করতেন, তবে স্ব স্ব যুগে (খ্রিস্টানদের) গির্জা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং (মুসলমানদের) মসজিদসমূহ যাতে অধিক পরিমাণে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়, সব গুড়িয়ে দেওয়া হতো। (জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার উপকারিতা ও প্রতি যুগে এর বিদ্যমানতার ইতিহাস উল্লেখিত হলো।) অবশ্যই আল্লাহ তার সাহায্য করবেন যে আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্য করবে (অর্থাৎ আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার বিশুদ্ধ নিয়তে জিহাদ করবে) নিঃসন্দেহে আল্লাহ শক্তিমান পরাক্রমশালী। এরা এমন যে, যদি আমি তাদেরকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করি তবে তারা নিজেরাও নামাযের পাবন্দী করবে, যাকাত প্রদান করবে, এবং (অন্যকে) সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে, এবং সকল কাজের পরিণতি আল্লাহ পাকেরই আয়ত্তাধীন।

(সূরাতুল হজ্জ: ৩৮-৪১)

<u>দ্বিতীয় আয়াতঃ</u>

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ۞ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۞

(অর্থঃ) সুতরাং যারা আল্লাহর কাছে আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে দেয়, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করুক, এবং যে কেউ আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে অতঃপর নিহত হোক বা বিজয়ী হোক আমি তাকে মহাপূন্য দান করব। তোমাদের কি হল যে, তোমরা যুদ্ধ করছ না আল্লাহর পথে, এবং অসহায় নরনারী ও শিশুদের জন্য, যারা বলে; 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে অন্যত্র নিয়ে যাও, এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী! এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন অভিভাবক করে দাও, এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন সাহায্যকারী করে দাও। যারা মুমিন তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে, এবং যারা কাফের তারা যুদ্ধ করে তাগুতের পথে, অতএব তোমরা শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের সাথে যুদ্ধ কর, শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল।

(সূরা নিসা: ৭৪-৭৬)

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, অর্থাৎ দুই কারণে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা তোমাদের কর্তব্য;

এক: আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করার জন্য।

দুই: কাফেরদের হাত থেকে নির্যাতিত মুসলমানদের কে মুক্ত করার জন্য।

মক্কাতে অনেক লোক এমন ছিল যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে হিজরত করতে পারে নাই। তাদের আত্মীয়-স্বজন তাদের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন করত, যাতে তারা পুনরায় কাফের হয়ে যায়।

তখন আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে বললেন, তোমাদের দুই কারণে যুদ্ধ করা উচিত;

এক. *আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করার জন্য।*

দুই. *মক্কার কাফেরদের হাত থেকে নির্যাতিত মুসলমানদের কে মুক্ত করার জন্য।*

তৃতীয় আয়াতঃ

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۝ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

তোমরা কি সেই সব লোকদের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের শপথ ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে বহিষ্কার করার সংকল্প করেছে? এবং এরাই তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় করো? অথচ আল্লাহ হলেন তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য, যদি তোমরা মুমিন হও।

যুদ্ধ কর ওদের সাথে আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দিবেন, তাদের লাঞ্ছিত করবেন। তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন এবং মুমিনদের

চিত্ত প্রশান্ত করবেন, এবং তাদের মনের জ্বালা দূর করবেন। আর আল্লাহ যাকে চান তাকে তওবা নসিব করবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

(হে মুমিনগন!) তোমরা কি মনে করো যে, তোমাদিগকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে যতক্ষণ না আল্লাহ জানবেন তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে, এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং মুমিনগণ ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নাই। তোমরা যা কর সে ব্যাপারে আল্লাহ সবিশেষ অবগত।

(সূরা তাওবা: ১৩-১৬)

হযরত ওসমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার মূল হিকমত এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতের কাফের ব্যক্তিদের ঔদ্ধত্য যখন সীমা অতিক্রম করত, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ব্যপক আযাব দিয়ে সমূলে ধ্বংস করে দিতেন। কিন্তু এই উম্মতের কাফেরদের জন্য জিহাদ বিধিবদ্ধ হয়েছে। এর মাধ্যমে খোদাদ্রোহী ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ তাআলা তার অনুগত বান্দাদের হাতে শাস্তি প্রদান করেন। এতে একদিকে যেমন কাফেরদের লাঞ্ছনা হয়, অপরদিকে আল্লাহর অনুগত বান্দাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এবং তাদের বিজয় ও কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়। আর মুমিনদের অন্তর এই ভেবে প্রশান্ত হয় যে, গতকাল পর্যন্ত যেসব কাফের তাদের ওপর নির্যাতন করতো আজ আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে তারাই তাদের অনুকম্পা ও ইনসাফের মুখাপেক্ষী হয়েছে। অপরদিকে কাফের জন্যও এই শাস্তি বিধানের মধ্যে একটি উপকারী দিক এই রয়েছে যে এতে করে শাস্তি লাভের পরও তাদের জন্য তওবার দরজা খোলা থাকে এবং এ থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থাকে। এসব আয়াতে জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার আরো একটি হিকমত এই উল্লেখিত হয়েছে যে,

আল্লাহ তাআলা জিহাদের মাধ্যমে পরীক্ষা করতে চান, কারা শুধু মৌখিক বন্দেগীর দাবিদার এবং কারা প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর জন্য জান মাল বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত এবং সাথে সাথে কারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই নেক আমল করে, আল্লাহ পাক তাও জানেন (তাফসীরে উসমানী পৃষ্ঠা নং ২৪৪-২৪৫)

<u>চতুর্থ আয়াতঃ</u>

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ۞ ... فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۞ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۞ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ۞

যারা কুফরী করে এবং অপরকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে আল্লাহ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেন। ……

অতএব যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা করো তখন তাদের গর্দানে আঘাত করো, পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে, তখন তাদেরকে কষে বেঁধে ফেলো; অতঃপর হয় অনুগ্রহ না হয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ অব্যাহত রাখবে যতক্ষণ না যুদ্ধ তার অস্ত্র নামিয়ে ফেলবে। এটাই বিধান, আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে প্রতিশোধ নিতে পারতেন কোন আযাব প্রেরণ করে, কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অপরজন

দ্বারা পরীক্ষা করতে। (মুমিনদের মধ্যে কারা খাঁটি এবং কাফেরদের মধ্যে কারা শিক্ষা গ্রহণ করে) যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনও তাদের কর্ম বিনষ্ট হতে দেন না। তিনি তাদেরকে (জান্নাতের পানে) পথ দিবেন এবং (আখিরাতের সকল মঞ্জিলে) তাদের অবস্থা ভালো করে দিবেন এবং তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন।

হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর; তাহলে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখবেন। যারা করেছে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন।

(সূরা মুহাম্মাদ: ১,৪-৮)

<u>পঞ্চম আয়াতঃ</u>

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ۞ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۞

এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো,যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়, এবং যদি তারা বিরত হয় তবে তারা যা করে আল্লাহ তা সম্যক দ্রষ্টা।

পক্ষান্তরে যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখ, আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক। কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী। (সূরাতুল আনফাল: ৩৯-৪০)

হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, দিন অর্থ

বিজয় ও কর্তৃত্ব। এই অর্থে আয়াতের তাফসির এই হবে যে, মুসলমানদের জন্য কাফেরদের সাথে ওই সময় পর্যন্ত লড়াই জারি রাখা উচিত, যতক্ষণ না মুসলমানরা তাদের অত্যাচার থেকে নিরাপদ হয়ে যায়, এবং দ্বীন ইসলামের বিজয় অর্জিত হয়। যাতে সে অন্যদের অত্যাচার থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

কিছুদুর গিয়ে লিখেন,

এই তাফসীরের সারকথা হল, মুসলমানদের উপরে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের দুশমনদের সাথে জিহাদ ও কিতাল জারি রাখা ওয়াজিব যতক্ষণ না মুসলমানদের উপরে তাদের অত্যাচারের ফিতনা বন্ধ হয় এবং ইসলাম সকল ধর্মের উপর বিজয়ী হয়। এই অবস্থা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সৃষ্টি হবে, তাই জিহাদের বিধান কেয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে।

(মা'আরিফুল কুরআন, খন্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২৩৩)

<u>ষষ্ঠ আয়াতঃ</u>

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনে না, এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না, এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না; তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া দেয়।

(সূরা তাওবা: ২৯)

হযরত উসমানী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

মুশরিকদের বিষয় খতম এবং দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি কিছুটা সুশৃংখল হয়ে যাওয়ার নির্দেশ আসল, আহলে কিতাবের শক্তি ও দর্প চূর্ণ কর। মশরিকদের ক্ষেত্রেতো অস্তিত্ব থেকেই আরবকে পবিত্র করা উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু ইয়াহুদি নাসারার ক্ষেত্রে তখন পর্যন্ত কেবল এতটুকুই লক্ষ্য ছিল তারা যাতে ইসলামের বিরুদ্ধে শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে না পারে, এবং তার প্রচার-প্রসার ও উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে না থাকে। তাই অনুমতি দেওয়া হয় যে, তারা যদি অধীনস্থ প্রজা হয়ে জিযিয়া দিতে রাজি থাকে, তবে কোনো অসুবিধা নেই প্রজা করে নাও। তারপর ইসলামী সরকারের দায়িত্ব তাদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। পক্ষান্তরে তারা যদি জিযিয়া দিতে সম্মত না হয় তবে মুশরিকদের অনুরূপ ব্যবস্থা তাদের বিরুদ্ধেও নেওয়া হবে। (অর্থাৎ জিহাদ ও লড়াই।)

(তাফসীরে উসমানী খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৯1)

শরয়ী জিহাদ ও অন্যন্য লড়াইয়ের মধ্যে পার্থক্য।

উপরোক্ত আয়াত সমূহ থেকেই শরয়ী জিহাদ ও অন্যদের যুদ্ধ এর মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা;

১. অন্যান্য যুদ্ধ তাগুতের পথে হয় পক্ষান্তরে জিহাদ হয় আল্লাহর পথে। আল্লাহর পথে হওয়ার অর্থ কি তা নিম্নোক্ত হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ قَالَ: وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আল্লাহর পথে লড়াই এর পরিচয় কি? আমাদের কেউ ক্রোধান্বিত হয়ে লড়াই করে, কেউ জাত্যাভিমানের বশবর্তী হয়ে লড়াই করে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতি মুখ তুলে তাকালেন, অতঃপর বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য লড়াই করে সে আল্লাহর পথে।

(সহীহুল বুখারী:১/২৩, সহীহু মুসলিম:১/১৪০)

অন্য বর্ণনায় এসেছে;

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: "مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ".

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে জিজ্ঞেস করল, এক ব্যক্তি গনিমতের সম্পদের জন্য লড়াই করে, এক ব্যক্তি খ্যাতির জন্য লড়াই করে, এবং এক ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য লড়াই করে, এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য যুদ্ধ করে সে আল্লাহর পথে।

(সহীহুল বুখারী: ১/৩৯৪, সহীহ মুসলিম: ১/১৩৯)

২. অন্যান্য যুদ্ধ হয় মানুষের ওপর নির্যাতনের স্টিমরোলার চালাবার জন্য এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য। পূর্বের ইতিহাস ও আজকের বাস্তবতা এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ। অপরদিকে জিহাদ হয়ে থাকে ন্যায় ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য। জিহাদ ও মুজাহিদগণের সোনালী ইতিহাস এরই সাক্ষ্য দেয়।

৩. জিহাদের উদ্দেশ্য, যা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে গেছে তা হলো,

إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، و من جور الأديان إلى عدل الإسلام

মানুষকে মুক্ত করা মানুষের দাসত্ব থেকে আল্লাহর দাসত্বের প্রতি, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে এর প্রশস্ততার দিকে, অন্ধকারসমূহ থেকে আলোর দিকে। এবং সকল মত ও ধর্মের নিপীড়ন থেকে ইসলামের ইনসাফের প্রতি।

অথচ অন্যান্য যুদ্ধের উদ্দেশ্যই হলো মানুষের উপর মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, অত্যাচার ও অনাচারের পুঞ্জিভূত অন্ধকারে পৃথিবীকে নিমজ্জিত করা।

৪. অন্যান্য যুদ্ধের উদ্দেশ্য হলো, সাম্রাজ্য বিস্তার করা। অপরদিকে জিহাদের উদ্দেশ্য হলো ভূমিকে তার হক্বদারের নিকট প্রত্যর্পণ করা। আর ভূমির মালিক আল্লাহ তায়ালা। তিনি নেককার মুমিনগণকেই এর হক্বদার সাব্যস্ত করেছেন। যারা এতে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে, যথাযথভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালন করবে।

ইরশাদ হয়েছে-

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ۞ إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا

لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۞

এবং আমি ‘উপদেশের’ পর যাবুরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্ম পরায়ণ বান্দাগণ পৃথিবীর অধিকারী হবে। এতে ইবাদতকারী সম্প্রদায়ের জন্য পর্যাপ্ত বিষয়বস্তু রয়েছে। আমিতো তোমাকে বিশ্ব জগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।

(সূরা আম্বিয়া: ১০৫-১০৭)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ

أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ۞ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۖ

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞

ফিরাউন সম্প্রদায়ের প্রধান বলল, আপনি কি মুসাকে ও তার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাগণকে বর্জন করতে দিবেন?

সে বলল, আমরা তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করব এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখবো আর আমরা তো তাদের উপর প্রবল।

মুসা তার সম্প্রদায়কে বলল, আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো, এবং ধৈর্যধারণ করো। যমীনতো আল্লাহরই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা

এর উত্তরাধিকারী করেন এবং শুভ পরিণামতো মুত্তাকীদের জন্য।

(সূরা আরাফ:১২৭-১২৮)

আরো ইরশাদ হয়েছে-

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۞

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব (খেলাফত) দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব (খেলাফত) দান করেছিলেন তার পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন, এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোনো শরিক করবে না, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্য ত্যাগী।

(সূরা নূর: ৫৫)

৫. অন্যান্য যুদ্ধ হলো, বিনা উদ্দেশ্যে বা হীন উদ্দেশ্যে নিরপরাধ মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আবরুর উপর আঘাত হানার নাম, পক্ষান্তরে জিহাদে ইসলামী শুধু তাদের সাথেই হয়ে থাকে যারা নিজেদের অপরাধের কারণে হত্যাযজ্ঞ হয়ে গিয়েছে।

৬. অন্যান্য যুদ্ধ সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য মৃত্যুর বিভীষিকার নামান্তর, পক্ষান্তরে জিহাদে ইসলামী সমাজকে দান করে নবজীবন, কিসাসযোগ্য ব্যক্তির উপর কিসাস কার্যকর করা, সমাজকে নবজীবন দান করারই নামান্তর।

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ۞

হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গ! তোমাদের জন্য কিসাসের মধ্যে রয়েছে জীবন। (সূরা বাকারা)

৭. অন্যান্য যুদ্ধ লাগামহীন হত্যাযজ্ঞের নাম, অপরদিকে জিহাদে ইসলামীর জন্য রয়েছে বহু শর্ত, বহু-বিধি নিষেধ, এবং নির্ধারিত সীমা রেখা। এজন্য জিহাদে ইসলামী কর্মপন্থার দিক দিয়েও অন্যান্য যুদ্ধের চেয়ে ভিন্নতর। কেননা জিহাদে ইসলামীর উদ্দেশ্যই হলো পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করা, এবং অত্যাচার ও অনাচারের মূলোৎপাটন করা।

মোটকথা শুধু এবং শুধু ইসলামী যুদ্ধকেই "জিহাদ" বলা হয় যা উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা উভয় দিক দিয়ে অন্যান্য যুদ্ধ থেকে পুরোপুরি ভিন্নতর। এবং শুধু মুত্তাক্বী মুমিনই এ কাজের উপযুক্ত, কেননা ইনসাফ ও ইসলাহের ঝান্ডা বহনের অধিকার একমাত্র তাদেরই আছে, এবং একমাত্র তারাই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী। মানব সমাজের নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা এবং মানবতার শিক্ষক হবার গৌরবও শুধু তাদেরই প্রাপ্ত।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় জিহাদের গুরুত্ব, ফাযাইল ও তাৎপর্য ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমি এখানে শুধু কয়েকটি ভুল ধারণার অপনোদন করতে চাই, আমাদের অনেক বন্ধুই যার শিকার হয়ে

থাকেন।

১. দ্বীন প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টাই কি "জিহাদ"?

কোন কোন বন্ধুকে বলতে শোনা যায় যে, ইলায়ে কালিমাতুল্লাহ, দ্বীন প্রতিষ্ঠা বা দিনের প্রচার-প্রসারের নিমিত্ত যেকোনো কর্মপ্রচেষ্টাই এর অন্তর্ভুক্ত। বলাবাহুল্য "জিহাদ" আভিধানিক অর্থে শরীয়ত সম্মত সকল দ্বীনী প্রচেষ্টাকেই বুঝায় এবং শরয়ী নসসমূহের (কোরআন হাদীসের ভাষা) কোথাও কোথাও এই শব্দটি জিহাদ ছাড়া অন্যান্য দ্বীনী মিহনতের ব্যাপারেও ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু জিহাদ যা শরীয়তের একটি বিশেষ পরিভাষা এবং যার অপর নাম *"কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ"* তা কখনোই এই সাধারন কর্মপ্রচেষ্টার নাম নয়, বরং এই অর্থে "জিহাদ" হলো; **"আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য ইসলামের হিফাযত ও এর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য, কুফরের শক্তিকে চুরমার করার জন্য এবং এর প্রভাব প্রতিপত্তিকে বিলুপ্ত করার জন্য, কাফের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা।"**

ফিকহের কিতাব সমূহে এই জিহাদের বিধি-বিধানই উল্লেখিত হয়েছে। সিরাত গ্রন্থ সমূহে এই জিহাদেরই নববী যুগের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। কুরআন হাদিসে জিহাদের ব্যাপারে যে বড় বড় ফযিলতের কথা বলা হয়েছে তা এই জিহাদের ব্যাপারেই বলা হয়েছে, এবং এই জিহাদে শাহাদাতের মর্যাদায় বিভূষিত ব্যক্তিই হলেন প্রকৃত "শহীদ"। *শরয়ী নুসূস এবং শরয়ী পরিভাষাসমূহের উপর নেহায়েত যুলুম করা হবে যদি আভিধানিক অর্থের অন্যায় সুযোগ নিয়ে পারিভাষিক জিহাদের আহকাম ও ফাযাইল দ্বীনের অন্যান্য মেহন ও কর্ম প্রচেষ্টার ব্যাপারে আরোপ করা হয়। এটা এক ধরণের*

অর্থগত বিকৃতি সাধন। যা থেকে বেঁচে থাকা ফরয। তা'লীম, তাযকিয়া, দাওয়াত ও তাবলীগ ওয়ায- নসিহত বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিকভাবে কোন কর্ম প্রচেষ্টা (যদি শরয়ী নীতিমালা ও ইসলামী নির্দেশনা মোতাবেক হয় তবে তা আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকারের একটি নতুন পদ্ধতি) এসবই স্ব স্ব স্থানে স্থান দেয়া কাম্য, বরং এসব কর্মপ্রচেষ্টার প্রত্যেকটি দিনের এক একটি শাখা, এসবের ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন ফাযাইল, মাসাইল ও আহকাম রয়েছে, এবং এগুলোর কোনটিকেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই, কিন্তু এসবের কোনটাই এমন নয় যাকে পারিভাষিক জিহাদের অন্তর্ভুক্ত করার দুঃসাহস দেখানো যায়, এবং যার তার ব্যাপারে জিহাদের ফাযাইল ও আহকাম আরোপ করা যায়। এ বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করা ও মনে রাখা জরুরীর কেননা আজকাল ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ইসলামের বহু ভাষার মধ্যে পূর্ণ বা আংশিক তাহরীফ (বিকৃতি সাধন) এর প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

কেউ তাবলীগের কাজকে "জিহাদ" বলে দিচ্ছেন, কেউ তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির কাজকে, আবার কেউ কেউতো রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা বরং ইলেকশনে অংশগ্রহণ করাকেই জিহাদ বলে দিচ্ছেন। এদের কারো কারো কথা থেকেতো বোঝা যায় যে, এসমস্ত পাশ্চাত্য রাজনীতির অন্ধ অনুসরণও জিহাদের সামীল! **আল্লাহ পানাহ্।**

২. জিহাদে আকবর কিসের নাম

উপরোক্ত আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই ঐসব লোকের ভ্রান্তি স্পষ্ট হয়ে গেছে যারা "জিহাদ মা'আল কুফফার ও ক্বিতাল ফী সাবিলিল্লাহ" এর গুরুত্বকে খাটো করার জন্য জিহাদে আকবর (বড় জিহাদ) ও জিহাদে আসগর (ছোট

জিহাদ) এর দর্শন ব্যবহার করেন। তাদের বক্তব্য হলো, নফস বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদই বড় জিহাদ, এবং ক্বীতাল ফী সাবিলিল্লাহ ছোট জিহাদ!

এই ভুল ধারণার ভ্রান্তি প্রমাণের জন্য আমি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলার পরিবর্তে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। হযরত বলেন-

آج کل عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ، قتال مع الکفار جہاد اصغر ہے اور مجاہدۂ نفس جہاد اکبر ہے، گویا کہ جہاد مع الکفار کو علی اطلاق اس مجاہدۂ نفس سے جو خلوت میں ہو درجہ میں گھٹا ہوا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں، بلکہ اس میں تفصیل ہے۔ وہ یہ کہ قتال مع الکفار اگر بلا اخلاص ہے تب تو واقع میں وہ مجاہدۂ نفس سے درجہ میں کم ہے، وہ مجاہدۃ نفس اس سے افضل ہے، اور ایسے قتال مع الکفار کو جہاد اصغر اور اس کے مقابلہ میں مجاہدۂ نفس کو جہاد اکبر کہا گیا۔ لیکن قتال مع الکفار اگر اخلاص کے ساتھ ہو، تو ایسی حالات میں قتال مع الکفار کو جہاد اصغر کہنا بغیر محققین صوفیہ کا غلو ہے، بلکہ ایسا قتال مع الکفار جہاد اکبر ہی ہے، اور ایسا قتال اس مجاہدۂ نفس سے جو خلوت میں ہو افضل ہے، کیونکہ جو قتال مع الکفار اخلاص کے ساتھ ہوگا وہ مجاہدۂ نفس کو بھی شامل ہو گا۔ ایسے قتال کے اور دونوں جہاد کی فضیلت جمع ہو جائیگی

(الافاضات الیومیہ، جلد: ۴ قسط: ۸۲ ملفوظ: ۱۰۴۱)

আজকাল সাধারণভাবে মানুষের ধারণা এই যে, কাফেরদের সাথে লড়াই করা জিহাদে আসগর (ছোট জিহাদ) এবং নফসের মুজাহাদা (কুপ্রবৃত্তির দমন ও আত্মশুদ্ধি) জিহাদে আকবর (বড় জিহাদ)। যেন তারা নিভৃতে নফসের মুজাহাদায় নিমগ্ন হওয়া থেকে কাফেরদের সাথে লড়াই করাকে সকল ক্ষেত্রেই নিম্নমানের মনে করে।

এই ধারণা ঠিক নয়, বরং বাস্তব কথা হল, কাফেরদের সাথে লড়াই করা

ইখলাছ শূন্য হলে বাস্তবিক পক্ষেই তা নফসের মুজাহাদা থেকে নিম্ন স্তরের কাজ। এ ধরণের লড়াইকেই জিহাদে আসগর এবং এর বিপরীতে নফসের মুজাহাদাকে জিহাদে আকবর বলা হয়েছে।

পক্ষান্তরে কাফেরদের সাথে লড়াই যদি ইখলাসপূর্ণ হয় তবে এ ধরণের লড়াইকে জিহাদে আসগর বলা গাইরে মুহাক্কিক ও অগভীর জ্ঞানের অধিকারী জাহেল সুফিদের বাড়াবাড়ি, বরং এই লড়াই অবশ্যই জিহাদে আকবর, এবং তা নিভৃতে নফসের মুজাহাদায় নিমগ্ন হওয়া থেকে উত্তম। কেননা যে লড়াই ইখলাসপূর্ণ হবে তাতে নফসের মুজাহাদাতো অবশ্যই অবশ্যই বিদ্যমান থাকবে। বরং এতে উভয় জিহাদের ফযীলতই একত্রিত হচ্ছে।

(আল ইফাদাতুল ইয়াওমিয়্যাহ, খ: ৪/ পৃষ্ঠা: ৮২, মালফূয: ১০৪১)

৩. জিহাদ কি ইক্বদামী (আক্রমণমূলক) না শুধুই দিফায়ী (প্রতিরোধমূলক) ?

এই শেষ জামানায় কোন কোন লেখকের রচনা থেকে, -যা তারা জিহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং জিহাদ এর তাৎপর্য, উপকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করার জন্য লিখেছেন- এই ধারণা জন্মায় যে, ইসলামে শুধু দিফায়ী জিহাদ (প্রতিরোধ মূলক জিহাদ) অনুমোদিত, ইক্বদামী জিহাদ (আক্রমণমূলক জিহাদ) এর অনুমোদন ইসলামে নেই। তাদের এ জাতীয় কথা বার্তার কারণ হয়তো জিহাদ সম্পর্কীয় কোরআন সুন্নাহর নির্দেশনা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের বরকতময় জীবনচরিত সম্পর্কে অজ্ঞতা, অথবা পাশ্চাত্যের অন্যায় আপত্তি সমূহের কারণে ভীত কম্পিত মানসিকতা।

বাস্তবতা হলো, জিহাদের মূল উদ্দেশ্য ই’লায়ে কালিমাতুল্লাহ বা ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং কুফরের প্রভাব প্রতিপত্তি চুরমার করা। এতদুদ্দেশ্যে ইক্বদামী জিহাদ বা আক্রমণমূলক জিহাদ শুধু অনুমোদিতই নয়, বরং কখনো কখনো তা ফরয ও প্রভূত সাওয়াবের কারণও বটে। কুরআন সুন্নাহর দলীলসমূহের পাশাপাশি পুরো ইসলামী ইতিহাসে (অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকে) এ ধরনের জিহাদের ঘটনার অহরহ নযীর পাওয়া যায়।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম এর ভাষায়-

“অমুসলিমদের আপত্তিতে ভীত হয়ে এসব বাস্তব বিষয়কে অস্বীকার করা বা এতে ওযরখাহীমূলক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা একটি অর্থহীন কাজ। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, একজন ব্যক্তিকেও জবরদস্তি করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয় নাই এবং এর অনুমোদনও শরীয়তে নেই, অন্যথায় জিযিয়ার পুরো ব্যাবস্থাপনাই অর্থহীন হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ইসলামের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্যই তরবারি উঠানো হয়েছে! কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগত পর্যায়ে কুফরের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকতে চায় থাকুক, কিন্তু আল্লাহর বানানো এই পৃথিবীতে বিধান আল্লাহরই চালাতে হবে, এবং মুসলমান আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য এবং আল্লাহ দ্রোহীদের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে চুরমার করার জন্যই জিহাদ করে।

আমরা এই বাস্তব সত্য প্রকাশ করতে ঐসব লোকদের সামনে কেন লজ্জাবনত হবো, যাদের পুরো ইতিহাস সাম্রাজ্য বিস্তারের উম্মত্ত নেশায়

হত্যাযজ্ঞ সংঘটনের ইতিহাস এবং যারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির জাহান্নাম পূর্ণ করার জন্য কোটি কোটি মানুষের প্রাণ সংহার করেছে! যাদের নিক্ষিপ্ত গোলামীর জিঞ্জিরে এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ জাতির দেহ আজ রক্তাক্ত!

(জিহাদ ইক্বদামী ইয়া দিফায়ী? ফিকহী মাকালাত, খন্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৮৮-৩০৩)

৪. তাবলীগের অনুমতি পেয়ে যাওয়াই কি জিহাদ পরিত্যাগ এর জন্য যথেষ্ট?

কোন কোন বন্ধুর এই ভুল ধারণাও আছে যে, কোন অমুসলিম সরকার তার দেশে তাবলীগের অনুমতি দিলে তাদের সাথে ইক্বদামী (আক্রমণমূলক) জিহাদ ঠিক নয়! এ জাতীয় ভুল ধারণার শিকার এক মৌলভী হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেন। হযরত উক্ত পত্র লিখকের ভ্রান্তি দূর করেন, এবং এ বিষয়ে শরয়ী নির্দেশনার ব্যাপারে তাকে অবহিত করেন। তাঁর পুরো উত্তরের নির্বাচিত অংশ পাঠকের সামনে পেশ করা হলো,

আপনি জিহাদের ব্যাপারে যা লিখেছেন তার সারাংশ আমি এই বুঝি যে, কোন অমুসলিম সরকার তার দেশে তাবলীগের অনুমতি প্রদান করলে অতঃপর তার সাথে আর জিহাদ জায়েয থাকে না। যদি এটাই আপনার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে আমি আপনার সাথে একমত নই। ইসলাম প্রচারের পথে প্রতিবন্ধকতা শুধু এই নয় যে, সরকার ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে আইনি নিষেধাজ্ঞা জারি করে, বরং মুসলমানদের বিপরীতে কোন অমুসলিম রাষ্ট্র অধিক প্রতিপত্তির মালিক হওয়াও দ্বীনে হক্ব এর প্রচারে অনেক বড় বাধা। বর্তমান সময়ে

পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই তাবলীগের ব্যাপারে কোনো আইনি নিষেধাজ্ঞা নেই, কিন্তু পৃথিবীতে তাদের বর্তমান প্রতিপত্তির কারণে বিশ্বব্যাপী সাধারণভাবে এমন একটি মানসিকতা তৈরি হয়ে গেছে যা সত্য প্রচারের ব্যাপারে কোনো আইনি নিষেধাজ্ঞার চেয়ে কোনো অংশে কম নয় বরং বেশি। এজন্য কাফেরদের প্রতিপ্রতিপত্তি চুরমার করা জিহাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যসমূহের অন্যতম। যাতে তাদের বিদ্যমান এই প্রতিপত্তির কারণে যে মানসিক ভীতি মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে তা দূরীভূত হয় এবং সত্য গ্রহণে পথ উম্মুক্ত হয়। যতদিন পর্যন্ত তাদের এই প্রতিপত্তি বজায় থাকবে ততদিন পর্যন্ত মানুষের মনে এই ভীতিও অটুট থাকবে, এবং দিনে হক্ব কবুল করার জন্য পুরোপুরি অগ্রসর হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না। অতএব জিহাদ জারি থাকবে।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ۞

যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না; তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যতদিন না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া দেয়।

(সূরা তাওবা: ২৯)

উপরোক্ত আয়াতে ততদিন পর্যন্ত ক্বিতাল জারি রাখার আদেশ করা হয়েছে, যতদিন না কাফেররা অবনত হয়ে জিযিয়া প্রদান করে। যদি ক্বিতালের উদ্দেশ্য শুধু তাবলীগের আইনী অনুমতি অর্জনই হত তবে বলা হতো “যতদিন না তারা তাবলীগের অনুমতি প্রদান করে।” কিন্তু জিযিয়া ওয়াজিব করা এবং এর পাশাপাশি তাদের অবনত হওয়ার উল্লেখ এ বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, তাদের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত করাই আসল উদ্দেশ্য যাতে কুফুরী রাজনৈতিক প্রভৃত্বের কারণে ভীতির যে পর্দায় মনমানস আচ্ছন্ন হয়ে আছে তা উন্মোচিত হয়, অতঃপর মানুষের পক্ষে ইসলামের সৌন্দর্যের প্রতি স্বাধীন ও মুক্ত মনে চিন্তা করার সুযোগ ঘটে।

জিযিয়া দেয়ার কারণ কি?

ইমাম রাযী রহমতুল্লাহি আলাইহি এই আয়াতের আলোচনায় তাফসীরে কাবীরে বলেন;

ليس المقصود من أخذ الجزية تقريره على الكفر، بل المقصود منها حقن دمه، وإمهاله مدة، رجاء أنه ربما وقف في هذه المدة على محاسن الإسلام، وقوة دلائله، فينتقل من الكفر إلى الإيمان... فإذا امهل الكافر مدة، وهو يشهد عز الإسلام، ويسمع دلائل صحته، ويشاهد الذل والصغار في الكفر، فالظاهر أنه يحمله ذلك على الانتقال إلى الإسلام، فهذا هو المقصود من شرع الجزية

অর্থাৎ জিযিয়ার উদ্দেশ্য কাফেরদেরকে কুফুরীর হালতে বাকি রাখা নয়, বরং উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে বাঁচিয়ে রেখে কিছুদিন সময় দেওয়া, যে সময়ের মধ্যে তার ব্যাপারে এই আসা হবে যে, সে ইসলামের সৌন্দর্য অবলোকন

করে কুফর থেকে ইসলামের দিকে আসবে...। অতএব যখন কাফেরকে কিছুদিন সময় দেওয়া হবে এবং সে ইসলামের প্রভাব দেখবে, তার সত্যতার দলিলসমূহ শুনবে এবং কুফরের লাঞ্ছনা দেখবে, তখন এসব বিষয়ে তাকে ইসলামের প্রতি অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করবে। বস্তুত জিযিয়া বিধিবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্য এই।”

দ্বিতীয় যে বিষয়টি ভাবার তা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বা সাহাবায়ে কিরামের যুগে কোথাও কি একটি নযীরও এমন পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সাহাবায়ে কিরাম কোন রাষ্ট্রে জিহাদের পূর্বে কোন তাবলীগী মিশন পাঠিয়েছেন, এবং অপেক্ষা করে দেখেছেন যে, তারা তাবলীগী কাজকর্মের অনুমতি দেয় কিনা? অথবা তাবলীগী কাজের অনুমতি দানে অস্বীকৃতি জানানোর ক্ষেত্রেই শুধু জিহাদ করেছেন?

বলাবাহুল্য এমন কখনো হয়নি। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এছাড়া আর কি ফলাফল বের করা সম্ভব যে, শুধু তাবলীগের অনুমতি লাভ করাই উদ্দেশ্য ছিল না। অন্যথায় বহু রক্তক্ষয়ী জিহাদ শুধু এই এক শর্ত দিয়েই বন্ধ করা সম্ভবপর হত যে, “মুসলমানদের তাবলীগের ব্যাপারে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না।” কিন্তু অন্তত অধমের সীমাবদ্ধ অধ্যায়নে পুরো ইসলামী ইতিহাসের কোথাও এমন একটি ঘটনাও নেই যাতে এটুকু সুযোগ চেয়ে লড়াই বন্ধ করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। অথচ এর পরিবর্তে কাদেসিয়ার যুদ্ধের সময় মুসলমানগণ নিজেদের যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন তা এই ছিল-

إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، و من جور الأديان إلى عدل الإسلام

অর্থাৎ, মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে নিয়োজিত করা।

(কামিল, ইবনে আসীর, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৭৮)

অনুরূপ কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ

তাদের সাথে ওই সময় পর্যন্ত লড়াই করো যখন আর ফিতনা বিদ্যমান না থাকে এবং যে সময় বিজয় সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হয়ে যায়।

(সুরা আনফাল: ৩৯)

এই আয়াতের তাফসীরে হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) লিখেন-

“দ্বীন অর্থ বিজয় ও কর্তৃত্ব। এই অর্থে আয়াতের তাফসীর এই হবে যে, মুসলমানদের জন্য কাফেরদের সাথে ওই সময় পর্যন্ত লড়াই জারি রাখা উচিত যতক্ষণ না মুসলমানগণ তাদের অত্যাচার থেকে নিরাপদ হয়ে যায়, এবং দ্বীনে ইসলামের বিজয় অর্জিত হয়, যাতে সে অন্যদের অত্যাচার থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে পারে।”

এই তাফসীরের সারকথা হল, মুসলমানদের উপর ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের

দুশমনদের সাথে জিহাদ ও কিতাল করা ওয়াজিব যতক্ষণ না মুসলমানদের উপরে তাদের অত্যাচারের ফিতনা বন্ধ হয় এবং ইসলাম সকল ধর্মের উপর বিজয়ী হয়, আর এই অবস্থা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সৃষ্টি হবে। সুতরাং জিহাদের বিধান ও কিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে।

(মাআরিফুল কুরআন, খন্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২৩৩)

মোটকথা, জিহাদের উদ্দেশ্য শুধু তাবলীগের আইনগত অনুমতি লাভ করা নয়, বরং কাফিরদের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত করে মুসলমানদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করা, যাতে একদিকে কোন মুসলমানের প্রতি খারাপ দৃষ্টিতে তাকানোর সাহস তাদের না হয় এবং অন্যদিকে কাফেরদের প্রতিপত্তিতে ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ এই মানসিক ভীতি থেকে মুক্ত হয়ে মুক্তমনে ইসলামের সৌন্দর্য অনুধাবন করতে আগ্রহী হতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে এই বিষয়টিও ইসলামের হিফাযতের উদ্দেশ্যই পূর্ণ করে। এজন্য যে ওলামায়ে কিরাম জিহাদের জন্য “হিফাযতের” শব্দ অবলম্বন করেছেন তাদের উদ্দেশ্যও তাই। মনে রাখতে হবে কুফরের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত করা ও ইসলামের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করা হিফাযতে ইসলামের একটি মৌলিক স্তম্ভ। অতএব এই মৌলিক স্তম্ভটিকে “হিফাযত” এর আওতা থেকে কোনভাবেই বের করা যায় না।

আমার মতে সকল বড় বড় আলেম জিহাদের উদ্দেশ্য এই বিষয়টিকেই সাব্যস্ত করেছেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইদ্রিস কান্দলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহ লিখেন-

“জিহাদের আদেশ প্রদান করার পেছনে আল্লাহ তা’আলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, এক মুহূর্তে সকল কাফেরের প্রাণ সংহার করা হবে, বরং উদ্দেশ্য হলো

আল্লাহর দ্বীন পৃথিবীতে কর্তৃত্ববান হবে, মুসলমান মর্যাদার সাথে জীবন যাপন করবে এবং নিরাপত্তার সাথে আল্লাহর ইবাদতের সক্ষম হবে। কাফিরদের ব্যাপারে এই আশঙ্কা থাকবে না যে, তারা দ্বীনের ব্যাপারে কোন অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে। *ইসলাম তার দুশমনদের অস্তিত্বের দুশমন নয় বরং তাদের এমন প্রতিপত্তির দুশমন যা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য হুমকির কারণ হয়।*

(সীরাতে মুস্তফা, খন্ড: ২,পৃষ্ঠা: ৩৮৮)

অন্যত্র লিখেন: "আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ

এ আয়াতে এই ধরনের জিহাদই উদ্দেশ্য, অর্থাৎ: হে মুসলমান জাতি! তোমরা কাফিরদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করো যতক্ষণ না কুফরের ফিতনা বিদ্যমান থাকে, এবং আল্লাহর দ্বীনের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। এই আয়াতে ফিতনা বলতে কুফুরের শক্তি ও প্রতিপত্তির ফিতনা উদ্দেশ্য, এবং وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ থেকে দ্বীনের বিজয় ও কর্তৃত্ব উদ্দেশ্য। অন্য আয়াতে এসেছে لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ অর্থাৎ দ্বীনের এ পরিমাণ শক্তি ও কর্তৃত্ব অর্জিত হবে যে, কুফুরী শক্তির সামনে তার আর পরাস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না এবং দ্বীনে ইসলাম কুফরের ফিতনা থেকে পুরোপুরি নিরাপদ হয়ে যাবে।

(প্রাগুক্ত, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৮৬)

যদি শুধু তাবলীগের অনুমতি লাভের পর জিহাদের প্রয়োজন বাকি না থাকে, তবে তো আজ পুরো দুনিয়ার অধিকাংশ দেশেই তাবলীগের অনুমতি আছে

এবং আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, অনুমতি না থাকলে কিছু মুসলিম দেশেই নেই! অতএব বলতে হবে এখন আর মুসলমানদের জন্য অস্ত্র ধারণ করার অবকাশ নেই। সুতরাং বিশ্ববাসীর মন মগজে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বসতে থাকুক, তাদেরই নীতিমালা প্রচলিত হতে থাকুক, বিধি-বিধানও তাদেরই চলুক। তাদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা ও মতবাদই প্রচারিত হোক, বিপরীতে মুসলমানগণ শুধু এ নিয়েই পরিতৃপ্ত থাকুক যে, ঐসব অমুসলিম দেশে আমাদের মুবাল্লিগগণের প্রবেশাধিকারতো আর বন্ধ হয় নাই! প্রশ্ন হয়, যে পৃথিবীতে কুফুর তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের জয়ভেড়ী বাজিয়ে চলেছে সেখানে যদি আপনাকে তাবলীগের অনুমতি প্রদান করা হয়, তবে কয়জন লোক এমন পাবেন যারা এই তাবলীগের দিকে ভ্রুক্ষেপ করবে, বা ইনাদের দাওয়াত স্থিরচিত্তে শোনার জন্য এবং এতে চিন্তা-ফিকির করার জন্য প্রস্তুত হবে?

যে পরিবেশে রাজনৈতিক শক্তি ও আন্তর্জাতিক ক্ষমতার সাহায্যে ইসলাম ও তার শিক্ষার বিপরীত চিন্তাভাবনা পূর্ণশক্তি ও টার্গেট নিয়ে প্রচারিত হচ্ছে, এমনকি এসব কিছুর প্রচার প্রসারের জন্য এমন এমন সব মাধ্যম ব্যবহৃত হচ্ছে, যা মুসলমানদের পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছেনা! সেখানে তাবলিগের অনুমতি লাভ হলেও তা কি পরিমাণ ফায়দাদায়ক হতে পারে?

হ্যাঁ, যদি ইসলাম ও মুসলমানদের এমন শক্তি-সামর্থ্য অর্জিত হয়ে যায়, যার মুকাবিলায় কাফিরদের শক্তিমত্তা পরাস্ত হয়,(যা একমাত্র জিহাদ দ্বারাই সম্ভব হয়) বা অন্তত তারা ওই ফিতনা সৃষ্টি করতে সক্ষম না হয় যা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, তো সে ক্ষেত্রে অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সাথে নিরাপদ চুক্তির মাধ্যমে শান্তি বজায় রাখা জিহাদের বিধানের পরিপন্থী নয়, অনুরূপ যে পর্যন্ত কুফরের প্রতিপত্তি নির্মূল করার মত প্রয়োজনীয় শক্তি মুসলমানদের অর্জিত

না হয়, ততদিন পর্যন্ত শক্তি অর্জনের সর্বোচ্চ মেহনতের পাশাপাশি অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে নিরাপদ চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়াও জায়েয। মোটকথা অমুসলিমদের সাথে শান্তি চুক্তি কেবল দুই অবস্থায়ই হতে পারে;

ক. যেসব রাষ্ট্রের শক্তি মুসলমানদের শক্তির জন্য বিপদজনক নয়, তাদের সাথে বিশেষ কল্যাণ বিবেচনায় সাময়িক সন্ধিমূলক ও নিরাপত্তা চুক্তি করা যেতে পারে, যতদিন না তারা দ্বিতীয়বার মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

খ. মুসলমানদের কাছে সশস্ত্র জিহাদের সামর্থ্য না থাকলে সামর্থ্য অর্জিত হওয়া পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ থাকা যেতে পারে।

(ফিকহী মাক্বালাত, খন্ড :৩, পৃষ্ঠা : ৩৫১)

৫. জিহাদের বিধান কি বিশেষ পরিবেশ-পরিস্থিতির জন্য ছিল?

জিহাদের হাক্বীকত, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও এর বিধানাবলী সম্পর্কে যিনিই অবহিত হবেন তিনিই নিঃসংশয় হবেন যে, জিহাদ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আলমী ইসলাহী (আন্তর্জাতিক সংশোধনমূলক) দায়িত্ব, জিহাদের ফরযিয়্যাত এখনো বাকি আছে, এবং কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে, কারো ইখতিয়ার নেই তা মিটিয়ে দেয়ার, বা রহিত করার। এটাই স্বতঃসিদ্ধ আক্বীদাহ্। এবং তা আল্লাহ ও তার রাসূলের নিকট অতি পছন্দনীয় আমলসমূহের অন্যতম।

ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ

تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۞

বল, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ তাঁর রসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার চেয়ে অধিক প্রিয় হয়, তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা হওয়ার আশংকা করো, এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালোবাসো; তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর নির্দেশনা (আযাব) আসা পর্যন্ত, আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

(সূরা তাওবা: ২৪)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۞

হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে মর্মন্তুদ শাস্তি হতে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে! আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল

করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এবং এটাই মহা সাফল্য। তিনি আরো দান করবেন তোমাদের কাঙ্ক্ষিত একটি অনুগ্রহ; আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়, সুতরাং মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও!

(সূরা সাফফ: ১০-১৩)

হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ

আমার পছন্দ যে, আমি আল্লাহর পথে নিহত হবো, পুনরায় জীবিত হবো, এবং পুনরায় নিহত হবো এবং পুনরায় জীবিত হয়ে নিহত হবো।

(সহীহুল বুখারী: ২৭৯৬ /সহীহ মুসলিম: ১৮৭৬)

মোটকথা, জিহাদের ফযীলত সংক্রান্ত আয়াত দ্বারা সমগ্র কুরআনের পৃষ্ঠাসমূহ পরিপূর্ণ, এবং শত শত বিশুদ্ধ হাদিসে জিহাদের ফজিলত উল্লিখিত হয়েছে।

কিন্তু ইসলামী শিক্ষা ও নির্দেশনা থেকে অনেক দূরত্বের কারণে, অথবা না জানি অন্য আরো কি কি কারণে কিছু কিছু লোককে বলতে শোনা যায় যে, "যেহেতু তখন ক্বিতাল ছাড়া ক্ষমতার পটপরিবর্তনের অন্য কোন মাধ্যম ছিল না, তাই ইসলাম এই পন্থাটিকেই বেছে নিয়েছিল, কিন্তু বর্তমান অবস্থা ভিন্ন! অর্থাৎ এখন রাজনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই ক্ষমতা দখল করে পৃথিবীতে ইসলামের মর্যাদা ও কর্তৃত্ব স্থাপন করা সম্ভব (?!) অতএব এখন জিহাদের প্রয়োজন নেই। বরং জিহাদের বিধান মানসূখ বা রহিত হয়ে যাওয়াই উচিত।"

(নাউজুবিল্লাহি মিনহুম) কেউ কেউ তো এই ধারণাও প্রকাশ করে ফেলেছে যে, "যে সরকার তার নিজেদের দেশে দাওয়াত ও তাবলীগের অনুমতি প্রদান করে, তাদের সাথে ইক্বদামী বা আক্রমণাত্মক জিহাদ করা যাবেনা, বিশেষত বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে যখন সাম্রাজ্যবাদকে নিন্দার দৃষ্টিতে দেখা হয়, কিন্তু যখন রাজ্য জয়ের সাধারণ প্রচলন ছিল, এবং এ বিষয়টি রাজ রাজড়ার কীর্তি ও গুণাবলীর মধ্যে পরিগণিত হতো তখনকার কথা ভিন্ন। যেসব ইক্বদামী জিহাদের ঘটনাবলীতে ইসলামী ইতিহাস পরিপূর্ণ তার সবগুলোই ঐ সময়কার।"

এই দুইটি মত যে ভ্রান্ত এবং কিতাব ও সুন্নাহর জিহাদ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী এবং শরীয়তের ইজমায়ী বিধানাবলীর পরিপন্থী, তা তো একেবারেই স্পষ্ট! কিন্তু খুবই লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, এই দুই মতের মধ্যে অজান্তেই ইসলামী শরীয়তের প্রতি কত বড় অপবাদ আরোপ করা হলো যে, একটি সাময়িক বা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট বিধানকে ইসলামী শরীয়ত কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য চলমান একটি বিধান বানিয়ে দিয়েছে! অথচ কুরআন-হাদীসে জিহাদ ও ক্বিতালের এত এত ফাযায়িল-মাসাইল বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর প্রতি এত বেশি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যদ্দরুন তা একটি সাময়িক বিধান নয়, বরং চিরন্তন বিধান হওয়া সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে আছে!

আর দ্বিতীয় মতটিতো আরো বেশি ভয়াবহ, হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী দামাত বারকাতুহুম এর ভাষায়, "যদি এই মতটি ঠিক ধরে নেওয়া হয় তবে এর অর্থ এই হবে যে *কোন বস্তু ভালো বা মন্দ হওয়ার জন্য ইসলামের নিজস্ব কোন মাপকাঠি নেই।* যদি কোন যুগে কোন একটি মন্দ বিষয়কেও 'ভালো ও কীর্তিমূলক' গণনা করা হয় তবে ইসলামও তার

অনুসরণ করে, এবং যে যুগে মানুষ একে মন্দ ভাবতে শুরু করে, ইসলামও সেখানে থেমে যায়!

"ইক্বদামী জিহাদ" কোন ভাল বিষয় কি না?

প্রশ্ন হল, "ইক্বদামী জিহাদ" কোন ভালো বিষয় কি না? যদি ভালো হয় তবে মুসলমান এ থেকে শুধু এজন্য কেন বিরত থাকবে যে, আজকাল সাম্রাজ্যবাদকে নিন্দার দৃষ্টিতে দেখা হয়? আর যদি বিষয়টি আসলেই ভালো না হয় তবে বিগত সময়ে ইসলাম কেন এ কাজ থেকে বাধা প্রদান করে নাই? ইসলাম কি এ পন্থা শুধুই এজন্য অবলম্বন করেছিল যে, তা রাজা বাদশাদের কীর্তির মধ্যে পরিগণিত হতো?

আমার মতে ইসলামী ইতিহাসের "ইক্বদামী জিহাদ"সমূহের এই ব্যাখ্যা নিতান্তই ভুল ও বাস্তবতাবিবোর্জিত। বাস্তব কথা হলো, কুফরের প্রতিপত্তি খর্ব করার জন্য সে যুগেও জিহাদ করা হয়েছে যখন তা রাজ রাজড়ার কীর্তি হিসেবে পরিগণিত হতো কিন্তু তা এজন্য হয় নাই যে সে যুগে তার ব্যাপক প্রচলন ছিল। বরং এজন্য ছিল যে, আল্লাহর দ্বীনের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এই বিষয়টি বাস্তবিক পক্ষে উপযোগী ও শ্রেষ্ঠ। অন্যথায় রাজা বাদশার বীরত্ব প্রদর্শনের মধ্যেতো এও পরিগণিত হতো যে, তারা জয়ের নেশায় চুর হয়ে নারী শিশু ও বৃদ্ধদেরও রেহাই দিত না, কিন্তু ব্যাপক প্রচলনের দোহাই দিয়েতো এসব বিষয়কে ইসলাম কখনো সমর্থন করে নাই। বরং লড়াইয়ের এমন সব বিধি-নিষেধ সীমা-রেখা নির্ধারণ করেছে, এবং বাস্তবক্ষেত্রে চুল চুল করে তা অনুসরণ করে দেখিয়েছে যা তখনকার রাজা বাদশাদের কল্পনারও অতীত ছিল, বরং তা ওইসব নিপীড়িত মানবশ্রেণীর জন্যও অকল্পনীয় ছিল

যারা শুধু রাজা বাদশার এজাতীয় জুলুম-অত্যাচারে কেবল অভ্যস্তই ছিল না, বরং এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল।

সুতরাং "যে উদ্দেশ্যে "ইক্বদামী জিহাদ" অতীতে জায়েয ছিল ঠিক সেই একই উদ্দেশ্যে আজও তা জায়েয। এবং শুধু এজন্য এই বৈধতাকে আড়াল করা বা রাখঢাক করার কোন অর্থ নেই যে, 'এটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কার ও উৎপাদনকারী শান্তিপ্রিয় (?) ব্যক্তিবর্গ' একে নিতান্তই অপছন্দ করেন! এবং এতে ওইসব মহান(?) ব্যক্তিবর্গের নাক-মুখ কুঁচকে যায়, যাদের নিক্ষিপ্ত গোলামীর জিঞ্জিরে এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ জাতির শরীর আজও রক্তে রঞ্জিত।

মূলতঃ এই বিষয়টিও কুফুরের প্রভাব-প্রতিপত্তিরই অবাঞ্চিত ফলাফল বলে আমার বিশ্বাস যে, মানুষ ভালো মন্দ নির্ধারণের মাপকাঠিও এই বিশ্বব্যাপী প্রচারণাকেই বানিয়ে নিয়েছে যা দিনকে রাত এবং রাতকে দিন করে মানুষের মন-মগজে স্থাপন করে দিচ্ছে। এবং শুধু অমুসলিমরাই নয়, খোদ মুসলমানরাও এই প্রচারণায় কাবু হয়ে নিজেদের দ্বীন ও ধর্মের বিধানাবলীর ব্যাপারে ওযরখাহীর পথ অবলম্বন করতে আরম্ভ করেছে।

যদি অন্যায় ও অসত্যের এই প্রতিপত্তিকে চুরমার করা "সাম্রাজ্যবাদের" কোন সংজ্ঞায় আসে তবে এ জাতীয় সাম্রাজ্যবাদের অভিযোগ পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে মাথা পেতে গ্রহণ করে নেয়াই উচিত। এমন হওয়া কখনোই উচিত হবেনা যে, আমরা ঐসব অভিযোগকারীদের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে যাবো এবং বলবো: জনাব! যখন আপনি ও আপনারা "ইক্বদামী জিহাদ"কে নন্দিত মনে করতেন তখন আমরাও তা ভালো মনে করতাম এবং তা কর্মে

রূপ দিতাম, এবং যখন আপনি ও আপনারা প্রচার-প্রচারণায় এবং শুধুই মুখে মুখে একে মন্দ বলছেন এবং শুধুই বলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন, তখন আমরাও একে নিন্দিত মনে করছি এবং নিজেদের জন্য একে হারাম করে নিয়েছি।" এজাতীয় চিন্তারীতির সাথে একমত হওয়া একজন মুসলিমের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়।

(ফিকহী মাক্বালাত, খন্ড: ৩ পৃষ্ঠা: ৩০২-৩০৫)

পরিশিষ্ট

মোটকথা, জিহাদের উভয় প্রকার, "ইক্বদামী জিহাদ" ও "দিফায়ী জিহাদ" ইসলামের চিরন্তন ফরয সমূহের অন্যতম একটি বিধান। যতদিন পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠে কুফুর শিরিক ও তাগুতের প্রভাব-প্রতিপত্তির ফিতনা বিদ্যমান থাকবে, ততদিন পর্যন্ত সত্য-ন্যায়ের বিজয় সুনিশ্চিত করার জন্য জিহাদের দায়িত্বও অবশ্যপালনীয় ফরয বিধান হিসাবে থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ স্মরণ করুন-

الْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ، لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ، وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ،

আমার বি'ছাত বা প্রেরিত হওয়ার সময় থেকে নিয়ে আমার উম্মতের শেষ ভাগ দাজ্জালের সাথে লড়াই করা পর্যন্ত জিহাদ চলমান থাকবে। না কোন ন্যায়পরায়ন শাসকের ন্যায়পরায়নতা একে রহিত করতে পারবেন, আর না কোন জালেম শাসকের জুলুম এ থেকে বাধা দিতে পারবে।

(সুনানু আবী দাউদ: ২৫৩২)

মুসলিমদের নেতৃত্বে থাকা ব্যক্তিবর্গের করণীয়ঃ

এই দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য মুসলিম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের নিম্নোক্ত আয়াত অনুযায়ী আমল করা অপরিহার্য-

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۞

তাদের মুকাবিলার জন্য তোমরা যা কিছু শক্তি ও পালিত ঘোড়া সংগ্রহ করতে সক্ষম হও, তা তৈরি করে রাখ। এর দ্বারা ত্রাস সৃষ্টি হবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের উপর এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদের উপর, যাদের সম্পর্কে তোমরা জানো না, আল্লাহ জানেন। আর তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে তোমরা তা পুরোপুরিই লাভ করবে। তোমাদের কসন প্রাপ্য বাকি থাকবে না।

(সূরা আনফাল: ৬০)

মুসলমান রাষ্ট্র সমূহের সেনাবাহিনী শুধু রাষ্ট্রের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষার জন্যই নয়, বরং ইসলাম ও ইসলামী শা’আইর বা নিদর্শনাবলী সংরক্ষণ করা, মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি করা এবং কুফরের প্রভাব প্রতিপত্তি নির্মূল করাও তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

প্রতিটি মুসলিম দেশের সরকার এবং প্রত্যেক মুসলিম রাষ্ট্রসংঘকে জিহাদ মা’আল কুফফারের এই সবক পুনরায় ইয়াদ করা অপরিহার্য, যদি তারা নিজেদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আগ্রহী হন, এবং দুনিয়া থেকে

যুলুম-অত্যাচার দূর করে ন্যায় ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন।

আর জাতির অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বা সংঘসমূহকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার মধ্য দিয়েই শেষ হয়ে যায় না, কেননা যদি তাদের আহবানে সাড়া না দেওয়া হয় এবং জিহাদের সুন্নতকে পুনরায় জীবিত করা না হয় তবে তাদের আরো কিছু দায়িত্ব বাকি থেকে যায়...।

কি দায়িত্ব বাকি থাকে?

এর উত্তর পাওয়া যাবে হযরত মাওলানা সায়্যিদ আহমাদ শহীদ রহিমাহুল্লাহ, শাহ ইসমাঈল শহীদ রহিমাহুল্লাহ, এবং সালাফ ও খালাফের প্রকৃত জানবায মুজাহিদগণের জীবনী থেকে।

وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، اللهم قونا على الجهاد في سبيلك. وصلى اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

বান্দা মুহাম্মাদ আব্দুল মালিক

তারিখ ১৭/৭/১৪২৫ হিজরী

"

জাতির অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বা সংঘসমূহকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার মধ্য দিয়েই শেষ হয়ে যায় না, কেননা যদি তাদের আহবানে সাড়া না দেওয়া হয় এবং জিহাদের সুন্নতকে পুনরায় জীবিত করা না হয় তবে তাদের আরো কিছু দায়িত্ব বাকি থেকে যায়...।

কি দায়িত্ব বাকি থাকে?

এর উত্তর পাওয়া যাবে হযরত মাওলানা সায়্যিদ আহমাদ শহীদ রহিমাহুল্লাহ, শাহ ইসমাঈল শহীদ রহিমাহুল্লাহ, এবং সালাফ ও খালাফের প্রকৃত জানবায মুজাহিদগণের জীবনী থেকে। "